মাদ্রাসা উন্নয়নে ব্যয় হবে ৫৯১৮ কোটি টাকা

প্রকাশ | ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ০০:০০

নিজস্ব প্রতিবেদক

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নির্বাচিত মাদ্রাসাগুলোর উন্নয়নে ৫ হাজার ৯১৮ কোটি ৬৩ লাখ টাকা ব্যয়সহ ১৮টি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। গতকাল শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রকল্পগুলো অনুমোদন পায়। ১৮ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৭ হাজার ৭৮৬ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ১৩ হাজার ৮১৩ কোটি ৪৪ লাখ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ৪২ কোটি ৬২ লাখ এবং বৈদেশিক সহায়তা থেকে আসবে ৩ হাজার ৯৩০ কোটি ৮৯ লাখ টাকা।

একনেক বৈঠক শেষে প্রকল্পগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা সচিব জিয়াউল ইসলাম, শিল্প ও শক্তি বিভাগের সদস্য শামীমা নার্গিস এবং আইএমইডির সচিব জিয়াউল ইসলাম।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, ‘নির্বাচিত মাদ্রাসাগুলোর উন্নয়ন’ প্রকল্পে প্রত্যেক এমপির তালিকা অনুযায়ী ছয়টি করে মাদ্রাসা উন্নয়ন করা হবে।

বিশেষ বিবেচনায় আরও ২০০টি মাদ্রাসা উন্নয়ন করা হবে। প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ৫ হাজার ৯১৮ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। এ ছাড়া ‘বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন, চট্টগ্রাম জোন’ নামের প্রকল্পে বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়া হবে নদীর নিচ দিয়ে। আর এতে অল্প সময়ের মধ্যে সন্দ্বীপের সব জনগণ বিদ্যুৎ পাবে। এ প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ১ হাজার ৪২১ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। মহান মুক্তিযুদ্ধের ২৭১টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে। এ জন্য ৪৪২ কোটি ৪০ লাখ টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, গত জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২০২১ সালের জুনের মধ্যে এটি বাস্তবায়নকাল।

অনুমোদিত বাকি প্রকল্পগুলো হচ্ছেÑ ‘রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২’, এতে খরচ ধরা হয়েছে ৪ হাজার ৮১৯ কোটি ৭০ লাখ টাকা। পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর ওপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ১০২ কোটি টাকা। ফরিদপুর জেলার আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্পে ২৯১ কোটি ৪৯ লাখ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে ৬৯ কোটি ৪৩ লাখ টাকা ব্যয় হবে। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ৫১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পে খরচ হবে ৪৮০ কোটি ৬০ লাখ টাকা। সাভারস্থ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তিন মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গবেষণা রিঅ্যাক্টর ফ্যাসিলিটির সেফটি সিস্টেমের সমন্বয়সাধন, আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বর্ধিতকরণ প্রকল্পে ৭৪ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ব্যয় হবে। আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ১ হাজার ১৩৬ কোটি টাকা। জামালপুর জেলার আটটি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ৬১২ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রকল্পের খরচ ৭৮ কোটি ৬৯ লাখ টাকা ধরা হয়েছে।

পুরনো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপাশির্^ক উন্নয়ন প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ৬০৭ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ৩৪৭ কোটি ৩১ লাখ টাকা। জামালপুর-ধানুয়া-কামালপুর-রৌমারী-দাঁতভাঙ্গা জেলা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ প্রকল্পে ৩৩২ কোটি ১০ লাখ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের ১৩টি নদীবন্দরের প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার শক্তিশালীকরণ প্রকল্পে ৮০ কোটি ৫০ লাখ টাকা খরচ হবে। আর বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ৯২০ কোটি টাকা।